ভীষণকুমারী।

প্রণীত

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাঁঠাল পাড়া।

—:oOo:—

পাবনা দিবাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৩।

পরমারাধ্য

রায় যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।

পিতামহ ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীপাদপদ্মে

উপহার

অর্পিত হইল।

সেবকানুসেবক

শ্রীশচীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা

কাঁঠালপাড়া।

ভূমিকা।

গ্রন্থকারেরা গ্রন্থ লিখিলেই একটু ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, আমি গ্রন্থকারও নহি, ও আমার উপযুক্ত ভূমিকাও নাই, তবে এইমাত্র পরিচয় স্বরূপ দিতে পারি যে আমার পিতামহ ঠাকুর মহাশয় আমাকে "মচলাবাবু,, বলিয়া বড় আদর করিতেন, তজ্জন্যে আমি তাঁহার প্রীতিভাজন হইবার নিমিত্ত আমার বয়ঃক্রম যখন ১১ বৎসর ১২৮০ সালে "চারুবালা,, নামক একটী গল্প লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলাম। এই খানি ও সেই উদ্দেশে সেই পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।

আমার নিবেদন এই যে আমি এ পুস্তকখানি লিখিতে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করি নাই এবং এতজ্জন্য আমার নিত্য পাঠেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ভরসা করি পাঠক মহাশয়গণ আমাকে বালক বিবেচনায় লিখনের দোষাদোষ ক্ষমা করিয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন।

পণ্ডিতবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি মহাশয় আমার এই পুস্তকের বর্ণ শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি।

২৯শে ফাল্গুন ১২৮৯।
পাবনা। } শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কাঁঠালপাড়া।

ভীষণ কুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা নবদ্বীপ নগর প্রান্তরে দিবা অপরাহ্নে একটী যোদ্ধ, যুবাপুরুষ অশ্ব পৃষ্ঠে এবং তৎপশ্চাৎ একটী অল্প বয়স্কা রমণী পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। অশ্বারোহী অন্যমনা হইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। ক্ষণমধ্যে রমণীটী তাঁহার অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তখন যুবাপুরুষ ভাবিলেন, একি তিনি কোথায়? আমি কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম? কি করি? উপায় কি? অবলা জাতি না জানি তিনি কোথায় যাইবেন: এই বলিয়া অশ্বকে কষাঘাত করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, নীরদ-নিবিড় গভীর দুর্গম-বন, উপবন সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল। তৎপর নিরুৎসাহ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ক্ষুণ্ণ মনা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে সূর্য্যদেব বৃক্ষ পত্রের অন্তরালে লুকাইতেছেন। পিকগণ কুহুরব করিতে করিতে স্ব স্ব আবাস স্থান গ্রহণ করিবার মনন করিয়া উড্ডীয়-মান হইতেছে! তিমির ক্রমে রাজ্যাধিকার করিতেছে, আকাশ মণ্ডলকে মেঘ মণ্ডল ক্রমে পূর্ণগ্রাস করিল, যেন গ্রাস জন্য শ্রমের উপশম করিবার কল্পনায় সমীরণ অতি ভীষণ শব্দে ব্যজন আরম্ভ করিলেন!! ক্ষণে ক্ষণে সৌ-দামিনী আলোক প্রদীপ্ত করিতে লাগিলেন! যেন জগৎ-কে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। মেঘাধিপ দেবরাজ স্বীয় হস্তি শুণ্ড দ্বারা ক্রমে সাগর হইতে জল উত্তোলন এবং ধরণী মণ্ডলে মুসল ধারে বর্ষণারম্ভ করিলেন! দম্ভোলি কড় মড় শব্দে গগণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল! ইহা দেখিয়া অশ্বারোহী সশঙ্কিত হইলেন।

যুবাপুরুষ রমণীর অনুসন্ধান না পাইয়া ভগ্নান্তঃকরণে প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথি-মধ্যে একটী পর্ণ কুটীর দেখিতে পাইলেন; তাহার দ্বারের নিকট গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "যে কেহ এই কুটীর মধ্যে থাক শীঘ্র আমায় দ্বার খুলিয়া আশ্রয় দাও: আমি এই প্রবল ঝটিকা এবং দারুণ বর্ষণ বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাদের এই কুটীর মধ্যে আশ্রয় লইতে আসিয়াছি; শীঘ্র আমাকে দ্বার খুলিয়া আশ্রয় দাও; আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে আসি নাই।" কুটীর মধ্য হইতে কে বলিল "খুল্‌ব কেন!" পথিক কোন

উত্তর না করিয়া ক্রোধ ভরে দ্বারে পদাঘাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ দ্বার অর্গল চ্যুত হইল।

পথিক প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, দুইটী যুবতী কুটীরের এক পার্শ্বে বসিয়া বিষণ্ণ বদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, তন্মধ্যে একটীকে পরিচ্ছদে পরিচারিকা বলিয়া প্রতীতি হইল। রমণীরা কেহই প্রথমে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। তাহা দেখিয়া আগন্তুকের মনে একবার ভয় একবার আনন্দ একবার বিস্ময়ের উদ্রেক হইতে লাগিল। পথিক তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে যুবতী গণ! আপনাদের কোন ভয় নাই, আমি এখানে আপনাদের কোন অমঙ্গলাকাঙ্খায় আসি নাই; আমি পথিক, আমার অস্ত্র সকল দেখিয়া কিছু মাত্র ভীতা হইবেন না; আপনারা ভয় ত্যাগ করুন।" তাঁহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ পরিচারিকা—) সাহসে ভর করিয়া অতিক্ষীণ স্বরে বলিলেন "আপনি কে?" প্রশ্ন শুনিয়া যুবা উত্তর করিলেন "আমার পরিচয় আপনাদের নিকট পরে উল্লেখ করিব, এখন আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর করুন "আপনারা অবলা জাতি হইয়া কি প্রকারে এই জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।

পরিচারিকা। "বল্‌ব কেন?"

যুবা। "আপনাদের কি কেহ নাই?"

পরি। "বল্‌ব কেন?"

যুবা ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে প্রশ্ন ক-

রিলেন "আপনারা কেন বিষণ্ণ বদনে কুটীরের এক পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন! আর আমাকে দ্বার উদঘাটন করিয়া দিতে ভীতা হইতেছিলেন?,,

পরি। বল্‌ব কেন? ,,

যুবা ভাবিলেন একি পাগল নাকি! যুবা আর কোন কথা না কহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

পরি। "আপনার নাম কি?"

যুবা। আমার নাম বীরভদ্র সিংহ।"

নাম শুনিয়া উভয়ের গাত্র শীহরিয়া উঠিল! বীরভদ্র দেখিলেন যে পরিচারিকাতে আর তাহার সখীতে তুলনা হইতে পারে না। কারণ নির্ম্মল কাঞ্চনে আর জীর্ণ লৌহে তুলনা করা উচিত নহে; ধার্ম্মিক লোকে আর পাপী লোকে তুলনা করা উচিত নহে; বিচক্ষণ ধীশক্তি সম্পন্ন মানব জাতীতে আর জ্ঞানহীন পশু জাতীতে তুলনা করা উচিত নহে; সুকোমল প্রস্ফুটিত সুমধুর-গন্ধ পরিপূরিত গোলাপ পুষ্পের সহিত আর অপদার্থ আঘ্রাণ-হীন শাল্মলি পুষ্পের সহিত তুলনা করা উচিত নহে।

পরিচারিকা যে সুন্দরী নহে এ বলা অনুচিত। কিন্তু তাহার সখীর সহিত তুলনায় অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

বীরভদ্র। "পরিচারিকে! তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ কিন্তু তোমার সহচরী বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিয়াছেন কেন?,,

পরি। বল্‌ব কেন?,,

তাঁহাদের প্রতি বীরভদ্রের বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল।

পরিচারিকার সখী বীরভদ্রের সহিত কথা কন নাই কেন, তাহা পাঠক মহাশয় পরে জানিতে পারিবেন। বীরভদ্র কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহারা চিনিতে পারিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে বীরভদ্র তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কার্য্য সাধনার্থে গমন করিলেন। পল্লিমধ্যে একটী রূপবতী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; বীরভদ্র তাঁহাকে কহিলেন "আমার বোধ হইতেছে আপনাকে আমি চিনি; আপনার নিবাস কোথা?" যুবতী কোন উত্তর না করিয়া আরও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। পুনরায় বীরভদ্র তাঁহাকে কহিলেন "আপনি কে?" যুবতী তথাপি কোন উত্তর না করিয়া ক্রোধভরে আপন মনে চলিতে লাগিলেন। শতবার সবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" তথাচ তিনি কোন উত্তর করিলেন না। পরে যুবতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে সদর্পে কহিলেন "দুরাত্মা! দূর হ! রে পাপিষ্ঠ তুই আমার সহিত কথা কহিস্ না,।"

বীরভদ্র তাঁহাকে বিনয় নম্র বচনে কহিলেন "কেন আমি আপনার সহিত কথা কহিব না? আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছিনা, আপনার নাম কি? আপনার নিবাস কোথা?" যুবতী সদর্পে কহিলেন "তুই আমাকে চিনিস না? তুই নির্ল্লজ্জ, তুই ঘৃণিত পামর!" বীরভদ্র কহিলেন "আমি কি কারণে তোমার নিকট ঘৃণার পাত্র হইলাম?" যুবতী কহিলেন, কি কারণে? তুই বিস্মৃত হইলি? তুই কি কারণে বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলি!!" বীরভদ্র শুনিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। অপমান, লজ্জা, ও ক্রোধে তাঁহার শরীর একবারে দগ্ধ হইতে লাগিল। যুবতী ক্রমশঃ সদর্পে কহিতে লাগিলেন, "রে নরাধম! হিঁদু, হিঁদু—যবনদের পক্ষে, এ কখন এ দেহে সহ্য হয়? তোর জন্যেই না আমার মাতা বন্দী হইয়াছেন! তোর জন্যেই না আমরা পিতৃ গৃহ হারাইলাম! তোর জন্যেই না আমাদের সমস্ত বিষয় লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। তোর জন্যেই না আমাদের এই দুঃখিনীর ন্যায় দশা! তোর জন্যেই না আমরা ভিখারিণীর ন্যায় অর্থহীন হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি! তোর জন্যেই না আমার মাতা যবন কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়াছেন! তোর জন্যেই না আমাদের বংশ ছার খার হইয়া গেল! তুই আমাদের ধ্বংসের মূল? রে পামর! তুই যার কৃত দাস, তুই যার অন্নে প্রতিপালিত, তাহার বিপক্ষতাচরণ করিয়া মুসলমান দিগের পক্ষ হইয়া আমাদের বংশে কালী দিলি! তুই আমাদিগকে সমুদ্রে ডুবালি! তোর যদি নিতান্ত অর্থের

আবশ্যক ছিল তবে তুই কেন আমার নিকট ভিক্ষা করিলি না? তোর বৃথা জীবন! তোর শোণিতে ধরণী মণ্ডল অভিষিক্ত হইবে! তোর মৃত্যুতে জীবজন্তুগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া তোর রক্ত মাংস ভক্ষণ করিবে। যদি আমার ভগ্নী এই সময়ে উপস্থিত থাকিতেন, তাহলে তোর শোণিত-স্রোত নদীবৎ ধরণী মণ্ডলে প্রবাহিত হইত! আমি যদি সত্য ক্ষত্রিয় তনয়া হই, তাহলে তোর শোণিত দর্শনে আমার পিতা মাতাকে আনন্দিত করাইব? রে নির্লজ্জ! আর আমি তোর মুখ দেখিব না। দেখ রে দুর্ম্মতি! তোর কি আমার শোণিত অদ্য এই ধরণী মণ্ডলকে রঞ্জিত করে!!"

এই বলিয়া বক্ষঃস্থল হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন এবং উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন।
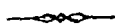
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীর মধ্য হইতে বীরভদ্রের প্রস্থানের পর পরিচিতা কন্যাদ্বয় ভীষণকুমারী ও তাঁহার দাসী অত্রি যে কথোপ-

কথন করিতেছিলেন তাহা পাঠক মহাশয়কে পরিচয় দিতেছি।

ভীষণ। "কি সর্ব্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয় সেই খানেই সন্ধ্যা হয়! পলাইয়াও বাঁচিবার যো নাই!"

অত্রি। "কিলো কি হয়েছে?"

ভীষণ। "কেন লো তুই ওকে চিনিস না?

অত্রি। "চিন্‌ব না কেন?

পোড়াকপাল তার, তার মুখে আমি ছাই দি! তারে আবার ভয় কি? আঁশ বটী পেলে তার নাক কেটে দি।"

এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল।

চাল ডাল শস্তা হবে বীরভদ্র মলে রে,
ধরণী হইবে হাল্কা সে ভারত ছাড়া হলে রে।
আমি তারে ভাল বাসি, তপ্ত অঙ্গার বুকেঘসি,
মুখেতে মাখাই মসি, তার মাথা খাই রে।

ভীষণ। "চুপ্ কর চুপ্ কর!! করিস কি! লোকে জান্‌তে পারবে যে!"

অত্রি তৎক্ষণাৎ চুপ্ ও মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

ভীষণ। "ভাই আমি একবার বাহির থেকে আসি"

অত্রি কোন উত্তর প্রদান না করিয়া গুঁ গুঁ গুঁ গুঁ করিতে লাগিল।

ভীষণ কুমারী বলিলেন "ও আবার কি?"
অত্রি বলিল "কেন তুমি যে আমায় চুপ করে থাক্‌তে বলেছ?"
ভীষণ কুমারী তখন কহিলেন "আমি ভাই একবার বাহির থেকে আসি?"
অত্রি বলিল "তুমি একলা কোথায় যাইবে?"
ভীষণ। "এই খান থেকে আসছি।"
অত্রি। "আচ্ছা আমি কেন তোমার সঙ্গে যাই না?"
ভীষণ। "না, তুমি থাক আমি শীঘ্র আসিতেছি। তুমি গেলে কুটীরে কে থাক্‌বে?"
অত্রি। "আচ্ছা ভাই তবে তুমি শীঘ্র এস।"
ভীষণ। "আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তুমি কুটীরে থেকো।"

এই বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভীষণ খানিক দূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার সহচরীকে কহিলেন "ভাই আমার যাওয়া হইল না।"
অত্রি। "কেন গো?"
ভীষণ। "না, আমার অসুখ বোধ হচ্ছে।"
অত্রি। "কি অসুখ!"
ভীষণ। আমার গা জ্বালা কচ্ছে!'
অত্রি। "আচ্ছা চল তবে আমরা গা ধুইগে।"
ভীষণ। সখী! আমার আর একটা অসুখ কচ্ছে!"
অত্রি। "তোমার নিত্য নিত্য অসুখ, আবার কি অসুখ হয়েছে?"

ভীষণ। "আমার হাত পা জ্বালা কচ্ছে।"
অত্রি। "জ্বরের লক্ষণ ত কিছু টের পাইতেছ না?"
ভীষণ। "জ্বর টর কিছু হবে না।"
অত্রি। "তবে এস আমরা গা ধুইয়া আহারাদি করিগে।"

উভয়ে অপরাহ্নে গাত্র ধৌত এবং আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেলেন; খানিক পরে ভীষণ কুমারী নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সখী অত্রি নিদ্রায় অভিভূত; তখন তিনি পালাইবার সুবিধা পাইলেন। এক খানি মলিন বসন পরিধান করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন।

ভীষণ কুমারীর কি দুরন্ত সাহস! যে তিনি সেই ঘোর বিভীষিকাময় বন্য হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে বহির্গত হইলেন; তিনি সেই বন উপবন সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কি অভিপ্রায়ে এই ভয়ানক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাহা পাঠক মহাশয় দি-গের ক্রমে জ্ঞাত করাইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অত্রি নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভীষণ কুমারীকে না দেখিতে পাইয়া পালঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া আপনা

আপনি কহিতে লাগিলেন “কই ভীষণ কুমারী কোথা গেল পোড়া কপালী মেয়ে বলে কিনা ‘অত্রি পাগলী। যাক না সাপে হয়ত খাবে! নয় ব্যাঙ্গ কামড়াবে! তাদের কাছ থেকে যদি বেঁচে আসে তাহলে বাঘে খেয়ে ফেলবে? তখন আমাকে বাঘের পেটের ভিতর থেকে বল্‌বে ও অত্রি! আমায় বাঘে খেয়ে ফেলেছে; দেখ দেখ দেখ্! অত্রি তখন ওস্দ পাবে কোথা? আমি এখন বাবুর বেটা বাবুর মত ঘুমাইগে; না, ভীষণ কুমারী কোথা গেল তার একবার ডাকি না কেন? ও ভীষণ! একবার আসন! আমার কাছে বোসন! পরাব তোমায় যশম! দিব তোমায় খসম! পরাব তোমায় পট্ট বসন! না আসন ত নাই আসন! সে কোথা গেল! সে মরেছে কি আছে তাও জান্‌তে পাল্লেম না! কেউ মরে গেলে লোকে যেমন কাঁদে আমিও তবে তার জন্য একটু কাঁদি—এই বলিয়া উঁ উঁ উঁ উঁ—“ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; আঃ আমি তার জন্যে আর কাঁদিতে পারি না, কেঁদে কেঁদে আমার চোক দুটো খোসে পড়ে গেল! আমি মলুম! আমি একবার একটু হাঁসি এই বলিয়া হি হি হি হি হু হু করিয়া হাঁসিতে লাগিল; ভাই! একবার বাহিরে গিয়া দেখি না কেন?“ দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, একটী পুরুষ দণ্ডায় মান আছেন, দেখিয়া ‘হি হি হি হি হু হু’ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে কহিল “ওমা আমি কোথায় যাব!! ওমা আমি কোথায় যাব! এত রাত্রে কালী কান্ত ঠাকুর দাদা! বলে খুদ পাইলে খেতে এত রাত্রে

পোলাও।

কালী। "কেন খাবি নাকি?"

অত্রি "পেলে ছাড়ে কে?"

কালী। "যদি খুব ঝাল হয়?"

অত্রি। "তাহলেও খাই!"

কালী। খেয়ে যদি পটল তুলিস্।"

অত্রি। "আঃ নও পটল আবার তুলতে যাব কেন?
আমার ঘরে কত পচে যাচ্ছে। তবে বেগুন নাই, চল
ভাই তোতে আমাতে একটা দোছেয়া মই নিয়া বেগুন
পেড়ে পোলাও দিয়ে দিব্বি করে খাইগে।"

কালী। "নারে সে পটল নয়!"

অত্রি। "তবে আবার কোন পটল!"

কালী। "ওরে যার নাম যমের বাড়ী!"

অত্রি। "আঃ নাও আমি যমের অরুচি যেযে!"

কালী। "যমের আবার রুচি অরুচি কিরে?"

অত্রি। "ঐ ত বুঝলে না ঠাকুর দাদা' অমনি করে কত
ঘোঁড়া মরে গেছে?"

কালী। "কোথায় মরেছে রে?"

অত্রি। "তা তোমায় বল্‌ব কেন?"

কালী। "তা বলতে কি তোর মুখ ব্যাথা হয়!"

অত্রি। "ঐত অমনি করে কত ঘোঁড়া মরে গেছে!

কালী। "দূর ছাই? আমি আর তোর সঙ্গে বক্‌তে
পারি না?"

অত্রি। "না বকতে পার মুখে ছিপি দিয়ে থাক!"

কালী। "তুই এখানে একলা রইছিস কেন? ,,
অত্রি। "বল্‌ব কেন? ,,
কালী। "ভীষণ কোথা? ,,
অত্রি। "বল্‌ব কেন? ,,
কালী। "ভাত খেয়েছিস? ,,
অত্রি। "বলব কেন? ,,
কালী। "নাত্‌নী বিয়ে করবি? ,,

অত্রির আর কোন উত্তর নাই, ক্ষণকাল পরে হুঁ—হুঁ— করিয়া গান করিতে লাগিল, "আমার এমন দিন কি হবে? বর এসে আমায় কোলে করে শোবে, আমার পা ধুইয়ে দেবে, আমার ভাত খাইয়ে দেবে, আমার ভাত বেঁধে দেবে, আমার এমন দিন কি হবে!! ,,

কালীকান্তের অমনি প্রস্থান।

অত্রি। "ও ঠাকুর দাদা! ও ঠাকুর দাদা! আমি তোমার সঙ্গে যাব!,,

কালী। "আয়!,,

উভয়ের প্রস্থান!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এখানে বীরভদ্র সেই যুবতীর শেল সদৃশ বাক্যবাণ ও আস্পর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে কহিলেন "রে

পাপীয়সি! আর আমি তোর বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিনা! তুই আমাকে অনেক কটুবাক্য বলেছিস্, আমি তাহা অনেক সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আর এ দেহে সহ্য হয় না! "এই বলিয়া অসি নিষ্কোসিত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন! তাহা দেখিয়া যুবতী কিছু মাত্র ভীত না হইয়া আরো সদর্পে তাঁহাকে কহিলেন "তোকে আমি অনেক কটুবাক্য বলিয়াছি, তুই যদি সত্য ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিস্ তাহলে তুই অবশ্য ইহার প্রতিশোধ লইবি !!!

বীরভদ্র। "অবশ্য তোর মাতা বীরকন্যা প্রসবিনী, তোকে ধন্য! তোর সাহসকে ধন্য! যে তুই মৃত্যুকে ভয় করিস না! এখন এই সময়ে তোর সেই জন্মদাতা পিতাকে ও পরম গুরু মাতাকে স্মরণ কর! „ এই বলিয়া তাঁহাকে অসির দ্বারা আঘাত করিলেন। আহত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতল শায়িনী হইলেন! এবং রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন "হে পিতঃ! আমি গেলাম! এই চরম সময়ে একবার দেখা দাও! এখন তুমি কোথায়? পিতঃ! পোড়ার মুখো ড্যাকরা বীরভদ্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের সবংশে মজাইল! পিতঃ! আমি হতভাগিনী! যে তোমাকে এই চরম সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম না! হে মাতঃ অদ্য তোমার কন্যা এই পৃথিবী মণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত হইল! মাতঃ! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে! বিধির লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না! হায়! আমি তোমার কন্যা হইয়া এই পাপাত্মা বিশ্বাসঘাতকের হস্তে মরিলাম! আমি আর কি তোমায় দেখিতে পাইব না?

আমি তোমায় বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিলাম না! এই শেল-সদৃশ যন্ত্রণা আমার হৃদয় মধ্যে গাঁথা রহিল!!! অনন্তর যুবতী বীরভদ্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "রে পাপাশয় বিশ্বাসঘাতক তুই এই চরম সময়ে আমার সম্মুখে থাকিস্ না! রে কুলাঙ্গার! তোর যেন আর মুখ দেখিতে হয় না! তুই আমাদের বংশে কালী দিলি! তুই চণ্ডাল তুই রাক্ষস! তুই নরপিশাচ! তুই অধার্ম্মিক! তুই পাপিষ্ঠ! তুই নরাধম! তুই কৃতঘ্ন! তুই ভীরু! তুই পামর! তুই কেন ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি! যা তুই আমার সম্মুখ হইতে দূরহ! নতুবা এই ছুরিকা নিক্ষেপণে তোর শোণিত এই মহীতলকে কলঙ্কিত করিবে। না কেমন করিয়া এই ছুরিকা ঐ পাপিষ্ঠ-দেহে কলঙ্কিত করিব? যুবতী অতিকষ্টে উপবিষ্টা হইয়া অতি ক্ষীণস্বরে পুনরায় কহিলেন "পবিত্র বঙ্গে বঙ্গে বিশ্বাসঘাতক! ইহা কি সহ্য হয়! ওরে চণ্ডাল এ কর্ম্মের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই! তে ৷ উপর আমার পিতা অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন! তার কি এতদিন পরে এই ফল ফলিল!,,

বীরভদ্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রবাহিনী ভাগীরথীর স্রোত মুখে নিক্ষেপ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন॥

বীরভদ্র তাঁহাকে ক্রোধভরে গভীর জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাঁহার ক্রোধ একবারে শান্ত হইয়া গেল, তখন তিনি একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। "হায়!

আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম! আমি আমার প্রভুর বিপক্ষতা চরণ করিয়াছি আবার তাঁহার কন্যাকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিলাম! উঃ! আমি কি অর্থ পিশাচ! আমি ক্ষত্রিয় তনয় হইয়া মুসলমান দিগের পাপঅর্থ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি! উঃ! আমি কি পাপিষ্ঠ! আমি কি নরাধম! আমি নারী-হত্যা করিয়া কি লইয়া প্রভুর নিকট মুখ দেখাইব! দেশে আমার কত অপযশ হইবে! আমি আর দেশে যাইব না! আমি আর এ পোড়ামুখ দেশে দেখাইবনা। (করযোড়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন) হা বিধাতঃ আমি পাপিষ্ঠ! আমি নরাধম! আমি দুর্ভাগা! আমি নারী-হত্যা জনিত পাপে কলুষিত হইলাম! আপন ক্ষত্রিয় কুলকে কলুষিত করিলাম! ধিক আমার জীবনে! প্রভুর কন্যা ত অপরাধিনী নহে! সে ত সত্য কথাই বলিয়াছে! আমি ত সত্যই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি! এ দিকে বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম, অপর দিকে নারীহত্যা করিলাম! ধিক্ আমার জীবনে! আমি বৃথা এ জীবন আর রাখিবনা! হা বিধাতঃ! কেন আমি না বুঝিয়া যবনের পাপ অর্থ গ্রহণ করিলাম! কেন আমি না বুঝিয়া বিশ্বাস ঘাতকতা করিলাম! কেন আমি না বুঝিয়া নিরপরাধিনী প্রভুর কন্যাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিলাম! উভয় পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। বিধাতঃ! আমি প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অতল কাল সমুদ্রের তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব! বিধাতঃ তবে আমি চলিলাম। এই বলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শশী অস্তারামে গেল। ধিরে ধিরে সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ আপন আপন মধুর স্বরে রব করিতে লাগিল। উষা যেন আপন ভালে সিন্দুর ফোঁটা দিয়া বসিলেন। পূর্ব্বদিকে বৃক্ষ পত্রের অন্তরাল হইতে তেজপুঞ্জ স্বর্গ গোলাকার উত্থিত হইতে লাগিল, তাঁহার কিরণজালে ধরাতল লোহিতময় হইল; জগতের জীবজন্তুগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; পক্ষি-গণ স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষনার্থে দিগ্দিগন্তে গমন করিতে লাগিল; মনুষ্যগন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন আপন কার্য্যসাধনার্থে গমনো-দ্যোগী হইতে লাগিল; ধরণী দেবী যেন কৌমারকাল প্রাপ্ত হইলেন; যেন রক্তময় পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতেছেন, হাস্য বদনে যেন কাহাকে কি বলিতেছেন।

ভীষণ কুমারী ধনাঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সামান্য পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেছেন কেন, ভিখারিণীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন কেন, জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছেন কেন, আর দুঃখিনীর ন্যায় অলঙ্কার শূন্য কলেবরে দাসী সঙ্গে সহায়হীন হইয়া বাস করিতেছেন কেন, তাহা পরে পাঠকমহাশয়দিগকে জ্ঞাত করাইব।

ভীষণ কুমারী প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন কিয়ংদূর গিয়া স্রোতস্বতী ভাগিরথী দেখিতে পাইলেন তদুপরি একখানি ক্ষুদ্র তরণী তটের নিকট ভাসিতেছে, তদুপরি দুইজন নাবিক ভিন্ন আর কেহই নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন "ওগো ধীবরগণ! তোমরা তোমাদিগের তরী কুলে সংলগ্ন কর।" নাবিকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল "মাঠাকু-রাণী আমনি এত সকালে কোথায় যাইবেন?" ভীষণকুমারী কহিলেন "আমার স্বরূপগঞ্জে বিশেষ কার্য্য আছে তোমরা শীঘ্র তোমাদের তরণী তটে সংলগ্ন কর।"

নাবিকেরা আরকোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ তরী তটে সংলগ্ন করিল। তিনি তদুপরি আরোহন করিয়া স্বরূপগঞ্জে অবতরণ করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন "ওহে নাবিকগণ তোমরা এইস্থানে তরী লইয়া আমার জন্য অপেক্ষাকর আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভীষণ কুমারী একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একটী তীক্ষ্ণবর্যা লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বর্যা লইয়া কিয়ৎদূর গমন করিয়াছেন এমন সময়ে একজন চৌ-কীদার আসিয়া তাঁহাকে কহিল—"আপনি অবলাজাতি হইয়া এবর্যা লইয়া একাকিণী কোথায় গমন করিতেছেন? আপনার নিবাস কোথা? কোথা হইতে এবর্যা পাইলেন?" ভীষণকুমারী লজ্জাভয় দূর করিয়া ক্রোধ ভরেকহিলেন "এবর্যা আমার, আমি তোমার নিকট আমার পরিচয় দিতে চাহিনা তুমি সামান্য ভৃত্য তুমি আমাকে পথিমধ্যে অপমান করিওনা,

তুমি আমার গাত্রস্পর্শ করিওনা।" তখন প্রহরী কহিল "আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেননা আমার প্রতি যাহা রাজাজ্ঞা আছে আমি কোনমতে তাহা খণ্ডন করিতে পারিবনা, এখন আপনি আমার সমভিব্যাহারে বিচারালয়ে চলুন, আমি আপনার গাত্রস্পর্শ করিবনা।" ভীষণ কুমারী কহিলেন "আমি কোন্ দোষের দূষী যে তুমি আমাকে বিচারালয়ে লইয়া যাইবে? তুমি আমাকে আর অপমান করিওনা! আমার আর সহ্য হয়না! পথ ছারিয়াদাও আমি গৃহেযাই।" প্রহরী কহিল "আপনি কোন দোষের দূষী নহেন, কিন্তু আপনি স্ত্রীজাতি হইয়া এঅস্ত্র লইয়া কোথায় যাইতেছেন? আপনাকে ইহার বৃত্তান্তসকল বিচারকর্ত্তার নিকট বলিতে হইবে আমি কখনও প্রভুর আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিবনা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন

ভীষণকুমারী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি বড় লোকের মেয়ে হইয়া রাজার ভৃত্যের নিকট ধৃত হইলাম!! আমি বিচারালয়ে যাইব! আমি বিচারে অর্পিত হইব। আমি সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বীর কুমারের কন্যা হইয়া বিচারে আনীত হইব! ধিক আমার জীবনে। ধিক্ আমার বিদ্যায় ধিক আমার বুদ্ধি। মা কেনতুমি আমায় সুতিকাগারে নুন খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলনাই। এই হতভাগিনীকে গর্ভেধারণ করিয়া তোমার কিহইয়াছে? আরআমি এদেহ ধারণ করিবনা। এইক্ষণেই এ প্রাণত্যাগ করিব। না মরিবনা, এখন মরিবনা! আগে এই বল্লম আঘাতে সেই দুর্বৃত্ত দুরাত্মা কাপুরুষ বিশ্বাষ ঘাতক বীরভদ্রের প্রাণ বিনষ্ট করিব! আগে এই শূলদ্বারা

সেই যবন দাউদ খাঁর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব! আবার পিতাকে তদীয় বিষয় হস্তে অর্পিত করাইব! তবে মরিব। তখনমরিব। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। চৌকীদারের পো দেখেন এত বড় বিপদ, এই ভাবিয়া সেও প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গঙ্গাদেবী জলে পরিপূর্ণা হইয়াছেন, জল প্রবাহ কল কল শব্দে বহিতেছে, জল উছলিয়া উঠিতেছে, ঢল ঢল করিতে করিতে একের গাত্র হইতে অন্যের গাত্রে লুকাইতেছে। অনুভব হইতেছে যেন একটী স্বর্ণ পুতলিকা তরঙ্গোপরি ক্রীড়া করিতেছে একবার ডুবিতেছে একবার উঠিতেছে। একটী সুন্দর সুগঠন রূপবান ধীর প্রকৃতি প্রশান্তললাট উজ্জ্বলচক্ষু সুদীর্ঘ নাসিকা আজানুলম্বিতবাহু বিশিষ্ট যুবাপুরুষ তরণীতে আরোহন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন যে একটী স্বর্ণবৎ ঊর্ম্মি হেলিতেছে এবং দুলিতেছে, তখন তিনি নাবিকদিগকে কহিলেন "এতবড় আশ্চর্য্য? এমন তরঙ্গ ত কখন দেখিনাই। স্বর্ণবর্ণ তরঙ্গ! নদীর জল ত শ্বেতবর্ণ। কিরেমাঝি! দেখত! এমন সোনার রঙ্গের ঢেউ তোরা দেখেছিস?"

মাঝি। "তাইত রে! না, আজ্ঞা ওটা ভুল হয়েছে আমরা ছাওয়াল মানুস; তাইত ধর্ম্মাবতার ওটাকি? হেরে গোপলা! ওটাকি দেখত!" গোপাল গলুয়ের দাঁড়ী বয়স তরুন নয় কিঞ্চিৎ বিজ্ঞতাও জন্মিয়াছে, সে বলিল "ধর্ম্মাবতার ওটা সোনার পুতুল ভাসছে।,,

বাবু। "নৌকা ওখানে নিয়ে চল্‌তো।,,

মাঝিরা তথায় নৌকা লইয়া যাইবা মাত্র গলুয়ের দাঁড়ী গোপাল, সোনার পুতুল তুলিলে বাবু কিছু পুরস্কার দেবেবোলে পুন পরীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া ভ্রমাত্মক স্বর্ণের পুত্তলিকাকে টানিয়া নৌকার উপর উঠাইল।

দাঁড়ী মাঝি চাকর বাবু সকলেই চতুর্দ্দিক বেষ্টনকরিয়া দেখিতে লাগিল। তখন গোপাল বলিল "ধর্ম্মাবতার! এটামড়া "সে কথা লইয়া দাঁড়ী মাঝিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিল। বাবু তখন বলিলেন "আর গোলমাল করিস না চুপ্‌কর! এ মরেনাই বেঁচে আছে।" তখন সকলেই নীরব হইয়া রহিল; তারমধ্য হইতে ব্রজ বুড়ো বলিল "ধর্ম্মাবতার! মুইত তাই কইছিলাম ঐযে চোক মিটির মিটির কচ্ছে; শালারা আমাকে বুড়পেয়ে যেন চাটিম কালাটা পাইয়েছে।,, বাবুর এক ধমকে, ব্রজ অমনি দূরে প্রস্থান করিল।

বাবু।"ওরেমাঝি নৌকা জল্‌দি জল্‌দি বা বক্‌সিস পাইবি; মৃজাপুরে ভাল বৈদ্য আছেনা?,,

মাজি।"আছে ধর্ম্মাবতার!,,

বাবু।"সেখানে পৌছিতে বেলা কটা হবেরে?" মাজিরা বলিল "বেলা দশটা আন্দাজ হবে!"

ক্রমে মৃজাপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল। যুবা পুরুষ ঐ গ্রামের একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজের হস্তে যুবতীকে চিকিৎসার নিমিত্ত সমর্পণ করিলেন এবং খরচের জন্য কিছু টাকা দিলেন। বৈদ্যরাজ মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে বাবু কন্যাকে লইয়া মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন। মাঝিরা সুবাতাস পাইয়া বাদাম তুলিয়াদিল। অল্পদিন মধ্যেই নৌকা মুরশিবাবাদ উপস্থিত হইল, বাবু কন্যাকে একশিবিকা মধ্যে আরোহন করাইয়া নগর মধ্যে একটী অট্টালিকাতে লইয়া গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

এক দিবস বাবু যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ?,, যুবতী লজ্জার সহিত মৃদুভাবে কহিলেন "আ-মার নাম বসনকুমারী।,, পরে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমাকে কে জল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল ?' বসন কুমারীর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; আর তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

দুই তিন দিবস মধ্যে বাবু বসনকুমারীর পাণি গ্রহণ করিলেন।

—:○:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
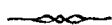
এ দিকে ভীষণকুমারী চেতন প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন একি ! কোথায় আমি ! কেন এখানে ! কে নিয়ে আসিল !

আমি কি আপনি এসেছি! না, আমিত এখানে আপনি আসিনাই! তবে আমাকে নিয়ে এলকে? ক্ষনকাল পরে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মরণ পথে আসিল! আবার ভাবিলেন, তবে সে চৌকীদার কই? সেত আমার নিকট ছিল! সে কোথা গেল! এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে চৌকীদার নাই, তখন তিনি ভুমী হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবগুণ্ঠন প্রাদান পূর্ব্বক অতি-লজ্জিত ভাবে নিকটবর্ত্তী অটবী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং এক তরুমূলে উপবেশন পূর্ব্বক নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কি করি, বিধিবিমুখ! পিতা যবন কর্ত্তৃক অভমান ও বিষয়চ্যুত হইলেন! মাতা বন্দী হইলেন! ভর্ত্তা আছেন কিনাই! সকলেই গেল তবে আর আমার এজীবনে প্রয়োজন কি? যদি সকলেই দেশচ্যুত হইল! যদি সকলেই দুর্দ্দশাপন্ন হইল! তবে আমিও কেন জলমধ্যে প্রবেশ ক-রিয়া প্রাণত্যাগ করিনা! আমার এদেহ রক্ষার প্রয়োজন কি? না, না, বাঁচিবার প্রয়োজন আছে! আচ্ছা যদি মরি তাহলে পিতা মাতার কোন কায করে মরিনা কেন? আগে বীরভদ্র পরে যবনবংশ নাশ করিব! কিন্তু কেমন করিয়া বিনাশ করিব! আমি স্ত্রীলোক স্বভাবতই দুর্ব্বল, এতকোন মতেই হবেনা! আচ্ছা ঠাকুর দেবতা মেনে দেখিনাকেন! দেবতারা কিনা, করিতে পারেন! যাই সেই দেবাদি-দেব আশুতোষের শরনাপন্ন হইগে, যিনি অল্পতেই সন্তুষ্ট হন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন., এইবলিতে বলিতে দ্রুতবেগে এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে যেখানে চতুর্দ্দিকে ব্যাঘ্র

হস্তী গণ্ডার ভল্লুক ইত্যাদি আপন আপন রবে মেদিনী প্রতিধ্বনিত করিতেছে তথায় প্রবেশ করিলেন, এক তরু-মুলে উপবেশন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া শিব আরাধনায় ব্রতী হইলেন এবং করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন ।

দয়াকর মৃত্যুঞ্জয় দীন হীন জনে,
তোমার মাহাত্ম্য ভবে কেবাবল জানে;
শ্রীচরণ বাঞ্ছা করি ওহে শূলপাণি,
রাখহ দাসীর কথা বিদরে পরাণি ।
কালের করাল গ্রাসে মোদের সংসার,
লণ্ডভণ্ড হয় এবে নাহি দেখি পার;
চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি ভ্রমিছে গগনে ।
দাসির বিপদ বার্ত্তা তারাও ত জানে ।
স্বপনে জানিনা হায় এরূপ হইবে,
সাপের বিবরে ভেক আনন্দে খেলিবে;
কি কব দুখের কথা ওহে মহেশ্বর,
মর্ম্মেতে বেদনা এবে পেতেছি বিস্তর ।
কাঙ্গালিনী বেশে হায় পশিয়া কাননে,
লভিতে তোমার কৃপা ভাবি একমনে;
নাজানি জননী কত পেতেছে যন্ত্রনা,
যবনে করেছে বন্দী কেকরে সান্ত্বনা ।
অনুদ্দেশে দুঃদেশে ভ্রমিতেছে পিতা,
কোথাগেল ভগ্নীমম নাপাই বারতা;
একাকিনী বনমাঝে মুদিয়া নয়ন,
ভাবিতেছি একমনে তব শ্রীচরণ ।

ভকত বৎসল নাথ শুনেছি পুরাণে,
দেখাদেও ওহেনাথ দীন হীন জনে;
তোমার মহিমা নাথ আমি কিবা জানি,
বর্ণিতে পারেনা শাস্ত্রকারের লেখনি।
এইভিক্ষা মাগিনাথ আমি তব পাশে,
জননী বন্ধা মুক্ত করি অনায়াসে;
দুর্বৃত্ত যবনে কিছু দিতে চাই শিক্ষা,
ব্যোমকেশ! পূর্ণকর এই মমভিক্ষা।
যবনে মারিলে আমি জীবহিংসা হবে,
হিংশ্রক বলিয়া মোরে সকলেই কবে;
হিংশ্রক নিন্দুক এই পৃথিবী মণ্ডলে,
অগ্রাহ্য বলিয়া ত্যজ্য করিবে সকলে।
তাহলে সর্পের তুল্য হিংশ্রক নাই,
সে সর্প তোমার শিরে শোভিছে সদাই;
পৃথিবীর ত্যজ্য বস্তু অস্থি আর ভস্ম,
ভূষণ স্বরূপ তাহা তোমার সর্ব্বস্ব।
পৃথিবীর ত্যজ্য স্থান শুনিগো শ্মশান,
তোমার পক্ষেতে তাহা দেখি বাসস্থান;
ভ্রমিছ শ্মশানে তুমি ছাই মাখগায়,
হাড়ের করিয়া মালা পরহ গলায়।
সর্প শোভে তবশিরে ভূত সহচর,
সুখী যদি আমিহই ওহে সৃষ্টিধর,
অবশ্য লভিব তব চরণার বিন্দ,
কৃপাকর গুনাকর ওহে সদানন্দ।

অন্তর্য্যামি তুমি প্রভু সকলিত জান,
জানিয়া নিদয় আজি হইতেছ কেন,
কাতরে ডাকিছে দাসী ওহে কাশীনাথ,
মম বাঞ্ছা পূর্ণকর অনাথের নাথ।

কিয়ৎ দিবস পরে দেবাদিদেব মহাদেব ভীষণকুমারীর কঠোর তপশ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন বৎসে! গাত্রোত্থান কর: আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তোমার নিকট আসিয়াছি! বৎসে! বর গ্রহণ কর! ভীষণকুমারী চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যেন স্বয়ং দেবারাধ্য ত্রিশূলধারী মহাদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রনিপাত পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন "হেত্র্যম্বক! তুমিদিন! তুমিরাত্রি! তুমিসূর্য্য! তুমিচন্দ্র! তুমিবরুণ! তুমিইন্দ্র! তুমিদেব! তুমি মহাদেব! তুমি কৈশলেশ্বর! তুমি জীবের আহার দাতা! তুমি ভুবন বিজয়ী! তুমি চরাচর! তুমিই সব! তুমিদাতা! তুমি বিধাতা! তুমিআদী! তুমি অনাদী! তুমি জগৎ পিতা! তুমি জগৎ সৃষ্টীকর্ত্তা! তুমি সর্ব্ব মঙ্গল প্রদ! প্রভো! তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলে তবে এই বর দাও যেন পিতৃশত্রু আমার হস্তে সবংশে নিধন হয়!" মহাদেব "তথাস্তু" বলিয়া যেন অন্তর্ধ্যান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষণকুমারী পশ্চাৎদেশে ফিরিয়া দেখিলেন যে কালীকান্ত খুড়ো দণ্ডায়মান আছেন। তাহাকে কহিলেন "কি খুড়ো?" কালীকান্ত বলিল "তুইযে আমার

ত্রিশূল এনেছিস।” ভীষণ। “হাঁ এনেছি এ ত্রিশূলবয় যমদণ্ড” কালীকান্তের অমনি প্রস্থান।

—০:○:০—

নবম পরিচ্ছেদ।

এক দিবস দিবাভাগে সন্ন্যাসীবেশে কালীকান্ত মুরশিদাবাদ যাইতে ইচ্ছা করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী উপরি আরোহন করিয়া মুর্শিদাবাদগিয়া উপনীত হইলেন। তথায় একটী উচ্চ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্বারে শত শত শাস্ত্রী পাহারা দিতেছে, কালীকান্ত প্রসাদ মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিকটস্থ কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া গান করিতে লাগিলেনঃ।

“কোথাগেল সেভীষণ কল্যাণী স্নেহ রঞ্জন,
কোথাগেল বসনকুমারী;
আর্য্যা হইলেন বন্দী দেশে দেশে ফিরিকান্দী,
শুনওহে গোলকবিহারী।
কভু যবনের বেশে, ভ্রমিতেছি দেশে দেশে,
কখন বা সন্ন্যাসী গোঁসাই;
মমপ্রিয় সহদর, হইলেন দেশান্তর;
অদ্যাবধি সম্বাদ না পাই।
গতহল বহুদিন, ভেবে ভেবে তনুক্ষীণ,
অন্তরেতে নাহি ধৈর্য্য ধরে,
আমাদের সোণাংসার, হইয়াছে ছারখার,
গৃহলক্ষ্মী চলেগেছে দূরে।

বোধকরি এ বারতা, পেয়েছেন মমভ্রাতা
তবেকেন নাফিরে স্বদেশে,
কোথাহে জগৎপতি, কৃপাকর দাসপ্রতি,
এইভিক্ষা মাগি তবপাশ।
দুর্বৃত্ত যবনে মারি, আর্য্য রতনে উদ্ধারি
হেরিব দম্পতি এক স্থানে,
কতহা সহিব প্রাণে, যবনের অপমানে,
দাবানল জ্বলিতেছে মনে।
ওহে করুনা নিদান, কর করুনা প্রদান,
শত্রুযেন করিনিষ্পতন,
বড় আশাছিল মনে, স সার প্রমোদবনে,
আনন্দেতে করিবভ্রমণ।
হায়বিধি কিকরিলে, কি বিপদ ঘটাইলে,
এদুঃখের নাহি দেখি পার,
বিপদ ভঞ্জননাম, কৃপাসিন্ধু গুণধাম,
তুমিদেব সকলের সার।”

বসনকুমারী প্রসাদ মধ্যে গবাক্ষনয়নে উপবিষ্টা ছিলেন হঠাৎ এগান শুনিয়া চকিতের ন্যায় চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখেন যে একজন সন্ন্যাসী প্রসাদের নিকটস্থ কোন তরুমূলে উপবেসন পূর্ব্বক গান করিতেছেন। দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। বসনকুমারী অনন্যমনা হইয়া সেই মধুর সঙ্গিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন, শুনিতে শুনিতে শোক সাগরেনিমগ্ন হইয়া অচেতন অবস্থায় ভূতল শায়িনী হইলেন,

তাহা দেখিয়া পরিচারিকা সকলে দ্রুতবেগে আসিয়া মস্তো-
কোপরি জলসিঞ্চন করিতে লাগিল।

বাবু বৈঠক্‌খানায় বসিয়া তাম্রপুট্ সেবন করিতেছিলেন
এমন সময়ে একজন দাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুতপদে
আসিয়া কহিল "মাঠাকুরাণী মুর্চ্ছা গিয়াছেন !,. বাবু সসব্যা-
স্তে জিজ্ঞসা করিলেন "কেন !"
দাসী। "আমরা আসিয়া দেখিলাম মাঠাকুরাণী পড়িয়া
আছেন !"

বাব তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কষ্টে তাঁ-
হার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। পরে বসনকুমারীকে জি-
জ্ঞাসা করিলেন "তুমি হঠাৎ মূচ্ছা গিয়াছিলে কেন ?" বসন
কুমারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন এবং কহিলেন
"ঐ যে সন্ন্যাসীটী বৃক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছেন উনি আমার
খুড়ো, ওঁকে তুমি আমারনিকট ডাকিয়া আন !" বাবুর আজ্ঞা
ক্রমে কালীকান্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন বসনকু-
মারীর আনন্দাশ্রু চক্ষু হইতে অবিরত বিগলিত হইতে লা-
গিল, বশনকুমারী কোনকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেননা !
জিজ্ঞাসা করিতে গেলে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসে ! কালী
কান্ত তখন কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।
উভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন ! পরস্পর কথা নাই অবশেষে
উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেম। ক্ষণকাল পরে কালীকান্ত
প্রস্থান করিলেন।

বসনকুমারী তাঁহার স্বামীকে কহিলেন "নাথ আমি
পিতামাতার অনুসন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি !

আজ পনর দিবস হইল পিতামাতার অনুসন্ধান পাইনাই! ভগ্নী কোথায় গিয়াছেন! তাহারও কোন খবর পাইলামনা! আমি একবার দেশে যাইব! আর তীর্থকরাও হইবে। আপনি আমার সহিত চলুন! আমি এখানে সুখেআছি বলিয়া আমার পিতামাতাকে স্মরণ পথ হইতে অপস্মৃত করিতে পারিব না! আমি অভাগিণী যে আমি আমার পিতামাতার চরণসেবা করিতে পারিলাম না! আমি কেবল আত্মসুখে মত্ত হইয়াছি! আমি কুলাঙ্গার! আমি পাপিষ্ঠা, যে, আমি কন্যা হইয়া পিতামাতার কোনকর্ম্ম সাধন করিতে পারিলাম না! আপনি কেন আমাকে জলমগ্ন হইতে উদ্ধাব করিলেন! আমি যদি মরিয়া যাইতাম তাহা হইলে আমাকে দুঃখানলে পুড়িতে হইত না! কেন আপনি আমার শুশ্রুষা করিলেন! কেন আপনি আমার জীবন দিলেন! কেন আপনি আমায় বাটীতে আনিলেন! নাথ! যদি আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারি তাহা হইলে আমাকে অনন্তকাল নরকবাস করিতে হইবে! এখনআমি আপনার সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ যাইব। ইহাতে আপনি মত প্রদান করুন।

বাবু। "প্রিয়ে! আর আমার তোমার ক্রন্দন সহ্য হয় না! তুমি ক্রন্দন সম্বরণ কর! আচ্ছা চলতবে আমরা নবদ্বীপ যাই, আর তোমার ক্রন্দন করিবার প্রয়োজন নাই।"

বসনকুমারী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার স্বামীকে কহিলেন "নাথ! সঙ্গে অস্ত্র লইবেন, কিজানি যদি কাল ধর্ম্ম দোষে বিপদ উপস্থিত হয়!

কিয়ৎ দিবস মধ্যে তাঁহারা নবদ্বীপ পৌছিলেন তথায়

একটী বাসালাড়া করিয়া থাকেন, একদিন বসনকুমারী তাঁহার স্বামীকে কহিলেন তীর্থস্থানে আসিলাম অতিথি বৈষ্ণব ভোজন করাই এই আমার ইচ্ছা। "বাবু। আচ্ছা ভোজন করাও।

অসংখ্য অতিথি বৈষ্ণব খাইতে আসিল কতলোক যাইতেছে! কতলোক গমনাগমন করিতেছে কতলোকতামাষা দেখিতেছে। কতলোক চীৎকার করিতেছে; কতলোক এদিক ওদিক দোড়াদোড়া করিতেছে। বিস্তর লোক খা-ইতেছে ও বিস্তর লোক আসিতেছে, তন্মধ্যে একটী পরিচিত লোকও আসিয়াছে।

বসনকুমারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার স্বামীকে কহিলেন ঐ লোকটীকে তুমি যাইতে দিওনা যদিও যাইতে দাও তাহলে ও কোথায় থাকে দেখিয়া আসিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন লোক পাঠাইয়া দাও, সে যেন আমার দাসীকে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত বলে।" অতিথি সকল খাইয়া প্রস্থান করিল।

সেই দিবস অমাবস্যা রাত্রি, চতুর্দ্দিক ঘোর তিমিরাবৃত, কিছুই লক্ষ্য হয় না, জনমানবের সংশ্রব নাই। মধ্যে মধ্যে পেচক ও শৃগাল প্রভৃতি নিশাচর প্রাণীর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয়না। দিনমানে কেমন উজ্জ্বল শোভা প্রকাশ পাইতেছিল। এখন মেদিনী ঘোর নিশাতে আবৃত হইল। যেন প্রদীপ্ত অনলকে—কে নির্ব্বান করিল। যেন পূর্ণ শশধরকে রাহুগ্রাস করিল। বায়স প্রভৃতি পক্ষীদের উপদ্রবে পেচকগণ অতিকষ্টে দিনমান ক্ষেপন করিয়া একক্ষণে

স্বচ্ছন্দচিত্তে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ আহার অন্বেষণার্থে পরিভ্রমণ করিতেছে ও দিবাচর পক্ষীগণের উপর প্রতিহিংসা লইতেছে! উঃ! কি ভয়ানক সময়! এই সময়ে কতদুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক আপন আপন দুরভিসন্ধি—প্রাণপণে সাধন করিবার জন্য বহির্গত হইতেছে! যথা তস্করেরা পরধন হরণ করিবার সুযোগ পাইয়া নির্ভয়ে পরগৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন দুশ্চরিত্রা রমণী কুলে জলাঞ্জলী দিয়া অভিসারে গমনকরিতেছে! আবার কোন কোন দুশ্চরিত্র পুরুষ কোন কুলবতীর কুল অকূলে ভাসাইবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইতেছে! খদ্যোৎগণ চন্দ্রিমার কিরণে হিনপ্রভ হইয় ছিল, আজি তাঁহার অপ্রকাশ থাকায় নিজ নিজ প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দে, এদিক ওদিক ঝিক্ মিক্ করিয়া বেড়াইতেছে! আবার কতকগুলি বৃক্ষোপরি বসিয়া ঝিক্‌মিক্ কবিতেছে বোধ হইতেছে যেন রাত্রিদেবী তাঁহার কুন্তলে মুক্তাহার সাজাইয়া বসিযা আছেন! উ! নিদ্রাদেবীর কি মোহিনী শক্তি। মহাবল পরাক্রান্ত প্রবল প্রতাপশালী প্রজারঞ্জন মহারাজারও শাসনে কোন না কোন প্রজা অসন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু নিদ্রাদেবীর শাসনে পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় জীব জন্তু সানন্দে মোহিত হইয়া আছে! পৃথিবী মণ্ডল একে-বারে নীরব। বোধ হইতেছে যেন সংহার কর্ত্তা নহে শ্বরের কার্য্য এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে! কিন্তু তাহা নহে নি দ্রাদেবীর মায়া প্রভাবে সকলই অচেতন। কেবল পেচক প্রভৃতি নিশাচর জন্তুর উপর তাঁহার ক্ষমতা

পরাভব মানিয়াছে। গগণ মণ্ডল অসংখ্য তারকা নিকরে পরিব্যাপ্ত বোধহইতেছে যেন চন্দ্রমা হীরকখণ্ডাদীর ন্যায় শতধা বিভক্ত হইয়া গগণের শোভা সম্পাদন করিতেছেন! আহা! কি মনোহর সময়! এখন কাব্য প্রনেতৃগণ করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া নিশ্চিন্তমনে সাহিত্য ভাণ্ডারের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতেছেন। আর ঈশ্বর পরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পবিত্রকার্য্য সাধনের উপযুক্ত সময় পাইয়া নাভিদেশে করতল বিন্যাস করতঃ, বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই ভবারাধ্য দেবারাধ্য বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পরমেশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তায় নিমগ্ন আছেন! সেই বিভিষিকাময়ী রাত্রে ভীষণকুমারী পুরুষবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার স্বামীর কক্ষ হইতে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারী লইয়া দাসীসঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ভীষণকুমারী একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একজন পুরুষের মস্তক ছেদন করিয়া যেমন তিনি দ্রুতবেগে আসিতেছেন, এমন সময়ে কালীকান্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল, কালীকান্ত হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন "বৎস বীরভদ্র টাকা খেলে আর তোমার পিতার নামে মুসলমানেরা জালখৎ প্রস্তুত করিয়া দশলক্ষ টাকার দাবিতে নালিশ করায় তোমার পিতা ঐটাকা নাদিতে পারায় এক্ষণে তিনি কারারুদ্ধ হইয়া আছেন।" ভীষণকুমারী কোন কথা না কহিয়া ভাগিরথিতে অসি নিক্ষেপ করিয়া, গৃহে আসিয়া তাঁহার স্বামীর শয্যায় শয়ন করিলেন!

দশম পরিচ্ছেদ।

—:○:—

ভীষণকুমারী মহাদেবের বরে অত্যন্ত তেজস্বিনী হইয়া যবন পুরুষ বেশ ধারণ করিলেন এবং নবদ্বীপ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস মধ্যে তিনি কোম্পানীর আটজন বলিষ্ঠ সড়্‌কিওয়ালাকে কোনরূপে হস্তগত করিলেন।

ভীষণকুমারী একজন সূত্রধারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মনোমত সূত্রধর কোথাও পাইলেন না। অবশেষে সড়কিওয়ালা দিগকে কহিলেন "আমাকে তোমরা একজন কার্য্যদক্ষ সূত্রধার দিতে পার?"

এমন সময়ে একজন অশ্বারোহী যবন আসিয়া ভীষণ কুমারীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া পলায়ণ করিল। অরন্য সকল অতিক্রম করিয়া লইয়া চলিল! ভীষণকুমারী অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাঁহাকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিবেন এই অভিলাসে যেমন তিনি ত্রিশূল উত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময়ে আর একজন অশ্বারোহী যবন পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া তাহা নিবারিত করিল। ভীষণকুমারী ভাবিলেন আমি মাতৃউদ্ধার করিতে পারিলাম না! অবশেষে আমি যবনের হস্তে প্রাণ হারাইলাম! যবনের হস্তেমরিব বলিয়া কি শিবের আরাধনা করিলাম! যবনেরা কি টের পাইয়াছে যে আমি উহাদের বধের নিমিত্ত স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছি! না, কেমন করিয়া টের পাইবে, আমি যবনবেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, কেমন করিয়া

আমায় চিনিতে পারিবে। বোধ হইতেছে কোন প্রকারে সন্ধান লইয়া আমায় জব্দ করিতেছে, না কিপ্রকারে সন্ধান লইবে, আমি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি! তবে কেমন করিয়া পাপাত্মা যবন টের পাইল! দেখিতে দেখিতে এক নিবিড় কানন মধ্যে লইয়া গেল, সেস্থান হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ। এমন বিভীষিকাময় অরন্য, যে সাহসী মনুষ্যেরাও গমনাগমন করিতে পারেনা! তথায় সেই যবন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভীষণকুমারীকে কহিলেন "তুইতোর মাতৃ উদ্ধার করিলি না। তোর মাতা অসিত বরণীকে যবনেরা অপহরণ করিয়া রাখিয়াছে! আর তোরা তোদের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিস, তাহা তোর পিতা বীর কুমার সংবাদ পাইয়া কল্য কলিকাতা হইতে আসিয়া তোদের উদ্ধারের নিমিত্ত আপন দাওয়ানের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এমন সময়ে জজ সাহেবের কএক জন পেয়াদা আসিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে লইয়া গেল, কারণ তিনি যবনদের নিকট দশলক্ষ টাকার ঋণবদ্ধ ছিলেন, তাহারা নালিশ করিয়াছিল, তাহা তিনি দিতে অপারক হইয়াছিলেন! তুই তোর পিতামাতার উদ্ধার করিলি না! তোরভগ্নী কোথা তাহারও কোন উদ্দেশ নিলিনা তোর পিতা, কোম্পানী কর্তৃক কারাগারে বন্দী আছেন! আর তোর মাতা যবন কর্ত্তৃক বন্দী আছেন! তুই তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলি না।"

ভীষণকুমারী একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে কালীকান্ত, খুড়োর ন্যায় আকৃতি! দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন

হইয়া তাহাকে কহিলেন "কি কালীকান্ত খুড়ো? আমিত মাতার নিমিত্ত দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছি! আর তুমিত জান যে আমি তপোনুষ্ঠান করিয়া শিবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছি! আর সকল অনুসন্ধান করিতেছি! পিতা বন্দী হইয়াছেন; আমি তাও জানিনা। তাঁহার উদ্ধারেরনিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিগে! ভগ্নীরত কোনস্থানে সন্ধান পাই নাই!"

কালী। "বৎসে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম! আমি কোনস্থানে যবনের বেশে, কোনস্থানে সন্ন্যাসীর বেশে তোমাদের অনুসন্ধান লইবার জন্য ভ্রমণ করি; তুমি এই অশ্ব লইয়া তোমার পিতামাতাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যাত্রা কর!!"

ভীষণ। "আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে আসিতেছিল সেকে?

কালী। "তিনি আমার দূত। তুমিযাও বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই।"

ভীষণকুমারী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অরণ্যময় ক্ষুদ্র স্বরূপগঞ্জ গ্রামে গিয়া পৌছিলেন। লোকের বাচনিকে জ্ঞাত হইয়া, সেই গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী নির্জ্জন প্রদেশে, একজন সূত্রধরের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূত্রধর দেখিল যে একটী তরুণ বয়স্ক সুন্দরকায় যবন কুমার, অশ্বারোহণে তাহার নিকট আসিয়াছে। যবন কুমার বেশধারিণী ভীষণ কুমারী, সূত্রধরকে কহিলেন "ওহেসূত্রধর! আমাকে একখানি অতিদীর্ঘ মই প্রস্তুত করিয়া দাও। আমার প্রেরিত কএকজন লোকের নিকট সমুচিত মূল্য লইয়া তাহাদিগের নিকট মই খানি প্রদান করিও।" এই বলিয়া অশ্ব লইয়া ভীষণকুমারী

সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভীষণকুমারী নবদ্বীপে গিয়া উক্ত বশবর্ত্তী সড়কিওয়ালাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই তাহাদের উদ্দেশ পাইলেন না। কত নিবিড় বিপিন মধ্যে তাহাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেসকল বৃথা হইল। অবশেষে দেখিলেন যে তাহারা প্রান্তরমধ্যে একটী তরুমূলে উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন "তোমরা এস্থানে বসিয়া কি করিতেছ? তাহারা সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল "মহাশয়! আপনাকে একজন যবন আসিয়া লইয়াগেল, তাহাতে আমরা অনুমান করিলাম যে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক যবন আসিতেছে, তখন আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া এস্থানে আসিয়াছি।" ভীষণকুমারী, সড়কিওয়ালাদের মধ্যে যে প্রধান সর্দ্দার ছিল তাহার কানে কানে কি বলিয়া তাহার হস্তে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে দেখিতে পাইলেন যে, কালীকান্ত খুড়ো দ্রুতপদে আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

কালী। "সড়কিওয়ালারা তোমার আদেশমতে স্বরূপগঞ্জ হইতে অন্যের অতর্কিত ভাবে অতিসাবধানে মইখানা আনিয়া একটী গুপ্তস্থানে উহা লুকাইত রাখিয়াছে। এইক্ষণ শত্রু বিনাশের কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ?"

ভীষণ। "আমিজানি সদরদ্বার ভিন্ন শত্রুগৃহে প্রবেশ করিবার

অন্য কোন পথনাই। দ্বারটী আবার মহাবল পরাক্রান্ত বহু বিধ অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত প্রহরীগণ দ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং আট জন লোকদ্বারা উহা আক্রমণ করিয়া শত্রুনিধন সাধনকরা আমারপক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অতএব পরিচারিকাবেশে শত্রুগৃহে নিযুক্ত হইব এবং প্রবেশ স্থান নিরূপণ পূর্ব্বক সুকৌশলে অরিভবনে সড়কিওয়ালা দিগকে প্রবেশ করাইয়া অভিষ্টসিদ্ধি করিব, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি আমার এই অশ্বটী লইয়া যান,আমিও সকার্য্য সাধনে প্রস্থান করি।

কালী —"আচ্ছা, এরূপ উপায় অবলম্বন মন্দনয়; কিন্তু দেখিও যেন সড়কিওযালারা কোনরূপে তোমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতে নাপারে, তাহা হইলে আমাদের সমুদয় আয়াস ও চেষ্টা বিফল হইবে। আমাদিগের অভিসন্ধি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া নাপড়ে, এই জন্যই আমি যবন-বেশে অশ্বারোহণে যাইয়া তোমাকে কেশাকর্ষণ করতঃ সড়-কিওয়ালা দিগের নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, দেখিও যেন সকলদিক্ বজায় রাখিয়া অতি সাবধানে কার্য্য করাহয়।"

ভীষণ "হাঁ আমি কি নির্ব্বোধ! আমার নিকট নানাবিধ যাবনিক পরিচ্ছদাদি আছে, শত্রুপুরী মধ্যে পরিচারিকা বেশে থাকিব, কিন্তু সড়কিওয়ালা দিগের নিকট আমাকে যবনযুবা বলিয়া জানিবেন।"

কালী। "তবে ভীষণ! শত্রুগৃহে পরিচর্য্যা ও আহারাদি?

ভীষণ। "শয্যাগৃহের সুসজ্জাই আমার একমাত্র কার্য্য ও ভূতভাবন ভবানীপতির স্মরণই আমার একমাত্র আহার হ-ইবে।" এই বলিয়া উভয়ে ভিন্নদিকে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:○:•—

দাউদ খাঁ তাঁহার দাওয়ান আলাউদ্দীনকে কহিলেন্ন কি করি। মোকদ্দমাটা হাবলাম্! বিষয় সকল একেবারে ধ্বংশ হয়ে যাচ্চে! উপায় কি? বড় ফাঁকিদিয়ে বীরকুমার বিষয়টা নিলে!! হিঁদুরা বড় অসৎ, তাদের প্যারাভার! তাহারা বড় দুষ্ট কোক!”

আলাউদ্দীন। “মহাশয়! এত ভাবেন কেন? আমি আপনার নেমকের চাকর, আমার দুই একবাৎ শুনবেন! দেখুন সম্বন্ধি হিঁদুকে জব্দ করিবার কেমন উপায় করা হইয়াছে।

দাউদ। “কিহে! কি উপায় করা হইয়াছে? তাদের জব্দ কহা বড় দুস্কর।”

আলা। “আপনার বিবি না বীরকুমারের কাছে দশলক্ষ টাকা পাবেন?”

দাউদ। “হাঁ হাঁ হাঁ!” (উভয়ের হাস্য ধরেনা।)

আলা। মহাশয়! সুধু তানয়!”

দাউদ। “আবার কিহে?”

আলা। “কেন সুভদ্রা হরণ।”

দাউদ। “সেটাকি ভাল!”

আলা। “তেজীয়সাৎ নদোষায়!”

দাউদ। “তাহা কিরূপে ঘট্‌বে?”

আলা। “আর ঘট্‌বে! ঘটেছে তাই বলুন!”

দাউদ। “কি ঘটেছে হে?”

আলা। "মহাশয় শুনুন, কিছুদিন হইল আমি জামাদারের বাসায় গিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম, মিরজাফর! তুমিকোন প্রকারে বীর কুমারের জামাদার বীরভদ্রকে হাত কর্‌তেপার? তাহাতে মিরজাফর হেঁসে বল্লে টাকায় কিনা হয়? পাচহাজার আসরফী দেন তাহলে গোলাম সবকাম বাজিয়ে দেবে. আমি তাহাকে টাকাদিয়ে বিদায় করিলাম, কিছুকাল পরে সে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে বল্লে 'মহাশয়! কাজ সিদ্ধি হয়েছে; বীরভদ্র আমাদিগের হস্তগত হয়েছে, সে টাকা পেয়ে অন্দরের দেউড়ির চাবি আমার হস্তেদিয়ে বল্লে যে, বাবু কলিকাতায় আছেন, তোমরা অদ্য রাত্রেই আসিয়া বাবুর গৃহ আক্রমণ করিও" এই বলিয়া মীরজাফর আমার হস্তে চাবি দিয়া প্রস্থান করিল। পরে রাত্রি আড়াই প্রহ-রের সময়ে আমি এবং মীরজাফর কতিপয় অস্ত্রধারী সৈনা লইয়া বীরকুমার বাবুর অন্দর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার পত্নী অসিতবরণীকে বন্দী করিয়া আহ্লাদ দাস তাঁতির বা-টীতে রাখিয়াছি। অসিতবরণীর বন্ধন সময়ে বীরকুমারের কন্যাদ্বয় ভীষণ ও বসনকুমারী কুলজাতি প্রাণভয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আমাদিগের অদৃশ্যভাবে প্রস্থান করিয়াছে।,,

—০ঃ০ঃ০—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিবস ভীষণকুমারী শত্রুগৃহে পরিচারিকাবেশে নি-যুক্তা হন, তৎপর দিবস রাত্রি যখন আড়াই প্রহর দাউদ খাঁর প্রহরিগণ সকলেই নিস্তব্ধ! জনমানবের সংশ্রব নাই।

নিদ্রাদেবীর প্রবল পরাক্রান্ত মায়ার নিকটে প্রায় জগতের সকল জীবজন্তুগণ পরাভব মানিয়াছে! সেই রাত্রিতে দাউদ খাঁর বাটির সকলেই অচেতন! চতুরা সাহসিকা ভীষণকুমারী সুসজ্জিত আছেন, তাঁহার নিদ্রানাই! তাহার ভয়নাই, সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রমণীবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্রধারী যবন পুরুষবেশ ধারণ করিলেন।

ঐ পুরীর ঈশানকোনে একটী আম্রকানন আছে, ঐ আম্র কাননের নিকটবর্ত্তী পুরীর অন্তগত একটী একতল গৃহআছে, ভীষণকুমারীর আদেশানুরূপ উক্ত বশবর্ত্তী সড়কিওয়ালারা আম্রকাননে আসিয়া অতিগুপ্ত স্থানে লুকাইত ছিল; তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেই তাহারা সকলে গোপনে একতল গৃহেরছাদে মই সংলগ্ন পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভীষণকুমারী সড়কিওয়ালা দিগের নিকট হইতে পূর্ব্ব স্বরক্ষিত নিজ ত্রিশূল লইয়া দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু দাউদ খাঁ আলাউদ্দীন ও মীরজাফরের বক্ষঃস্থলে ত্রিশূলাঘাত করিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল!

পুরীমধ্যে এই হত্যাব্যাপারে ক্রমে সকলেই নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, সকলেই বলিতে লাগিল "কে মার্‌লে! কে কাট্‌লে! ধর্‌ ধর্‌ ধর্‌!"

এদিকে ভীষণকুমারী ও তাঁহার বশবর্ত্তী সড়কিওয়ালারা অধিরোহনীর দ্বারা পুরীহইতে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিল ভীষণকুমারী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন

যে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন যবন আসিতেছে, দে্খিবা মাত্রেই চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে কহিলেন "কি দুত! কালীকান্ত খুড়ে এখন কোথায় আছেন?"

দূত। "তিনি এখন কোথায় আছেন তাহা জানিনা, কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেছেন, অপনি এখন শীঘ্র পলায়ন করুন, আপনাকে বধ করিবারজন্য যবনেরা অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক্ দ্রুতবেগে আসিতেছে?

ভীষণ। "তুমি এখন কোথায় যাইতেছ?"

দূত। "আমি এখন পলায়ন করিতেছি!"

দেখিতে দেখিতে যবনেরা নিকটবর্ত্তী হইল কালীকান্তের দূত পলায়ন করিল। ভীষণকুমারী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি এখন শিবের বরে তেজস্বিনী হইয়াছি! আমি কি সেই পাপাত্মা যবনদের ভয়ে পলায়ন করিব!! ধিক আমার জীবনে! তাহলে এ ত্রিশূল আমি বৃথা ধারণ করি! না, কেমন করে আমি অসংখ্য যবন সেনায় সহিত একাকী যুদ্ধ করিব!! পিতামাতার উদ্ধারের সময়ে আমায় কি বিধাতা বাধাদিলে!" মনে মনে এই ভাবিতেছেন একন সময়ে দেখিলেন সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান আছেন, সন্ন্যাসীটী তাঁহাকে কহিলেন "উদ্ধার" আর কোন কথা না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীষণকুমারী আর সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ভাবিলেন যে কালীকান্ত খুড়ো সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন যে, যবনেরা নাই, তখন তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——০:০:০——

অসিতবরণী আহ্লাদ দাসের বাটীতে বন্দী হইয়া আপনা আপনি খেদ করিতেছেন "আমার কি দুরদৃষ্ট—! আমি হত ভাগিনী! আমি পাপীয়সী! এতবড় লোকের পত্নী হইয়া আজকিনা বন্দী হইলাম ধিক আমার জীবনে! আমার একথা জীবন! আমাকে যবনেরা বন্দী করিল! আমার যদি মেয়ে দুটো নাহয়ে ছেলে হইত, তাহলে আমায় যবনের নিকট অপমান সহ্য করিতে হইত না! দুঃখ আর রাখিবার স্থান নাই! হা বিধাতঃ! তুমি আমায় এই বিষম সঙ্কট হইতে রক্ষাকর! সে পোড়ারমুখো অপোয়ে ড্যাকরা বীরভদ্র আ- মাদের সর্ব্বনাশ করিল! নিদ্রাকি একেবারে আমায় ত্যাগ করিল! না, সেও কি কাল যবনকে ভয়করে। একবার যদি নিদ্রা আসিত তাহলে সকল যন্ত্রণা ক্ষণকালের নিমিত্ত ভু লিয়া যাইতাম! পোড়া ক্ষিদেত ভুলেনা!" আহ্লাদদাস বাহির হইতে সকল কথা শুনিতে পাইল এবং মনে করিল ঠাকুরাণীর বুঝি ক্ষিদে পাইয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে ক- হিল "মাঠাকুরুণ! পাধুন না! মুখে একটু জল দিন।" অসিত বরণীর কর্ণকুহরে একথা প্রবেশ করিল না। অসিতবরণী পুনরায় আপন মনে কহিতে লাগিলেন "পোড়াকপালে মেয়ে দুটো কোথায় গেল তাহারও কিছু অনুসন্ধান পাইলামনা, তাহাদের খোজ নেবার জন্যে একজন দাসী পাঠিয়েছিলাম সেওতো এখনও ফিরে এলনা! পোড়ারমুখো বীরভদ্র কি তাকে মেরে ফেলেছে! না, সে কি দোষ করলে যে তাকে

মেরে ফেল্‌বে! তবে সে কোথা গেল। বাড়ীর লুট সময়ে মেয়ে দুটো কোথায় পালিয়ে গেছে তাহারও কিছু খবর পাইলাম না! যদি তাহারা বেঁচে থাকে, তাহলে আমার উদ্ধার করিলেও কর্ত্তেপারে! স্বামী কোথায় আছেন, তাহারও কোন উদ্দেশ পাইলাম না। স্বজন সকল কোথায় গেলেন! কি করি! উপায় কি! এইকি আমার চরম সময়! আমার কে আর আছে, যার মুখ দেখিয়া এ প্রাণ রাখিব। পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলেও জলদেয় এমন একটী লোক নাই! স্বামী কোথায় আছেন, তাঁহারইবা কি ঘটিয়াছে! আমি বন্দী হইয়াছি।” ভাবিতে ভাবিতে পালঙ্ক উপরি অ-চেতন অবস্থায় পতিত হইলেন!

আহ্লাদ দেখিল যে, মাঠাকুরাণী নিদ্রা যাইতেছে। সে ভাবিল “মা ঠাকুরাণী নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুখ ধোবেন, আমি জল আনিগে” এই ভাবিয়া সে স্বীয় পাক গৃহে প্রবেশ করিয়া একঘটী জল আর এক বোঝা কাষ্ঠ আনিয়া ঘরে হাজির করিল।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, আহ্লাদ দেখিল যে, মা ঠাকুরাণী এখন পর্যন্ত ঘুমাইতেছেন, সে মনে মনে স্থির করিল “আচ্ছা আগে থাক্‌তে কাজ সেরে নিনা কেন? মা ঠাকুরাণীর মুখে এই বেলা জল দিয়া রাখি, তাহলে আর মা ঠাকুরাণী ঘুম হইতে উঠে মুখে জল দিবেন না।” তৎ-ক্ষণাৎ সে তাঁহার মুখ জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিল। কি-য়ৎক্ষণ পরে অসিতবরণী চেতন প্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদ অসিতবরণীকে কহিল “মা ঠাক্‌রুন্! এই খান!” এই

বলিয়া কাষ্ঠের বোঝা উপাধানের উপর সংস্থাপন করিল।
অসিতবরণী মুখ উত্তোলন করিয়া কহিলেন "সময়ের উপযুক্ত বস্তু আনিয়াছ, চিতা প্রস্তুত কর, আমি তদুপরি অরোহণ করি।" আহ্লাদ বুঝিল যে, আমাকে বুঝি চিতা শাক আনিতে বলিতেছেন; তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গেল এবং কোন নিকটবর্ত্তী বেড়া হইতে চিতাশাক আনিয়া অসিতবরণীর হস্তে প্রদান করিল, ত্রবং তাঁহাকে কহিল "মা ঠাকরোন! এগুলো কি কুট্‌তে হবে?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বীরকুমার বাবু কলিকাতায় ছিলেন। তিনি পশ্চাৎ শুনিতে পাইলেন যে, দাউদ খাঁ অর্থ দ্বারা বীরভদ্র জামাদারকে বশীভূত করিয়া তাঁহার পুরী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক লুট পাট করিয়াছে ও তাহার পত্নী অসিতবরণীকে অপহরণ করিয়া রাখিয়াছে; এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় ভীষণ ও বসনকুমারী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তিনি তখনি বাটি আসিতেন, কিন্তু দাউদ খাঁর পত্নী হরষণ বিবি তাহার নামে এক জাল খত প্রস্তুত করিয়া দশ লক্ষ টাকার দেনার দাবিতে নালিস করিয়াছে। টাকার যোগাড় করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় ছিলেন, কিন্তু কোন খতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, এতজ্জন্য তিনি বাটী আসিতে পারেন নাই। অবশেষে লজ্জায় নবদ্বীপের গৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাটী আসিবামাত্র জজসাহেবের পেয়াদা আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করে। কিয়ৎদিবস মধ্যে বসনকুমারী তাঁহার স্বামীর (মূরসীদাবাদের বড় জমিদারের) নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহার পিতাকে কারামুক্ত করিলেন।

বীরকুমার বাবু কারামুক্ত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া সভামধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক কালীকান্তকে কহিলেন "ভ্রাতঃ, আমার কন্যা ভীষণকুমারী কোথায় আছে?" কালীকান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল উল্লেখ করিলেন, তাহা আর পাঠক মহাশয়দিগের নিকট পুনরুক্তি করিতে হইবে না। পরে বীরকুমার শত্রুনিপাত শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে কালীকান্তকে কহিলেন "তুমি আমার কন্যাদিগকে আনিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ কর।" কালীকান্ত, ভীষণ ও বসনকুমারীকে আনিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন, আর নিজে, বীরকুমার বাবুর পত্নী অসিতবরণীকে আনিবার নিমিত্তে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহ্লাদ, চিতা শাক আনিয়াছে, তাহা দেখিয়া অসিতবরণী কুপিতা হইয়া আহ্লাদকে কহিলেন "তামাসার কি সময় নাই? এই কি তামাসার সময়?"

আহ্লাদ। "মাঠাক্‌রোণ আপনি তামাক খান? এতদিন

বলেন নাই কেন? অসিতবরণীর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; এবং ক্রোধভরে তাহাকে কহিলেন তুই তোর ব্যাঙ্গ ত্যাগকর।”

আহ্লাদ। “মাঠাকরোণ আপনি ব্যাঙ্গ কি কর্‌বেন”? অসিতবরণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে বহির্দ্দেশ হইতে একটী লোক চীৎকার করিতেছে “দ্বার উদ্ঘাটন কর” এই কথাটী অসিতবরণী ও আহ্লাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অসিতবরণী কহিলেন “কেগা?” বহির্দ্দেশ হইতে আর কোন প্রত্যুত্তর আসিল না, তাহা দেখিয়া আহ্লাদ কহিল “দূর—দূর—দূর কুকুর এসেছে আমি তাড়িয়ে দিয়ে আসি!”

অসিতবরণী। “তুই চুপ্‌কর, কুকুর কখনকথা কহিতে পারে?

আহ্লাদ। “নাহয় ওরসঙ্গে দুটো বেড়াল আছে?

অসিতবরণী আরকোন উত্তর না করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে একজন সুন্দর পুরুষ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহাকে দেখিবামাত্র অবগুণ্ঠন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন “কি ঠাকুরপো! মনে পড়েছে! আমি মনে করেছিলাম বুঝি একেবারে ভুলেগেছ! মেয়ে দুটো কোথায় গেল তাহাদের কোন সন্ধান পাইলাম না! তাহাদের অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত অম্বালীকা দাসীকে পাঠিয়েছিলাম, সেওত আর ফিরেএলনা; তুমি কি তাহাদের কোন সন্ধান পাইয়াছ?” অমনি কালী কান্ত বেগে প্রস্থান করিল।

আর একজন বহির্দ্দেশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে কহিতে দৌড়িয়া আসিল “ওরে কালীকান্ত ঠাকুর দাদা পাললে

ধর্ ধর্ ধর্ ! ” অসিত বরণী দেখেন যে অত্রি আসিতেছে; অত্রি অসিত বরণীকে দেখিবা মাত্র বলিল “ও মা আমি কোথায় যাব ! এখানেই সব ! আমি খুজে খুজে মলুম ! মরে মরে আমার চারটে ঘাড় বেথা হয়ে গেছে “বলি ও দিদি মা এতদিন কোথায় মর্‌চ্ছিলে ! ”

অসিত বরণী ! “তুই বেচে আছিস ? ”

অত্রি। “আমায় বাগে খেয়ে ফেলেছিল, তারপর আমি বাঘের পেট নক দিয়ে ফুটো ক'রে বেরিয়ে এসেছি ! আবার আমায় যম টেনে নিয়ে গিছিল, আমিতার অরুচি মেয়ে বলে আমার ছেড়ে দিয়েছে। ”

আহ্লাদ। “কিরে পাগ্‌লী ! তুই এখানে মর্‌তে এচোছস্ কেন ? ”

অত্রি। “আমি এখানে মর্‌তে আসিনি তুটো খাবি খেতে এয়েচি।”

অসিত। মর মর তুই চুপ কর। তুই এতদিন কোথা ছিলি।

অত্রি। “যমের বাড়ী”

অসিত। “মর মর তুই শীগ্‌গির মর ! আমার সেই ভীষণ ও বসনকুমারী কোথায় ?”

অত্রি। “আমি যে যমের বাড়ী তারাও সেই যমের বাড়ী ! ”

অসিত। “আমি তোকে মিনতি করে বল্‌চি, আমার মেয়ে তুটো কোথা গ্যাছে বল ? আমার বুক যে ফেটে যায়। ”

অত্রি। “বল্‌ব কেন ? ”

অসিত বরণী নীরব, ভ্রুকুটী ভঙ্গি করিয়া ক্রোধভরে উপবেশন করিয়া রহিলেন, এবং চক্ষের জল অনবরত বিসর্জ্জন

করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অত্রি কহিল।

"আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা ছোলা ভাজাদিব; আবার যদি কাঁদ তাহলে তুলে আছাড় দোবো।"

অসিতবরণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন "দূর হ পাপিষ্টি!"

আহ্লাদ অত্রিকে কহিল "ও অত্রি: আমার ঘরে উঠে আয়!" উভয়ে প্রস্থান করিল।

মুহূর্ত্তকাল পরে আহ্লাদ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অসিতবরণীকে কহিল "মাঠাকরোণ। মাঠাকরোণ! অত্রি বল্‌ছে কি, আমায় বিয়ে কর্‌বে।" অসিতবরণী কহিলেন "আঃ অভাগীর মেয়ে! মরেনা! তা তুই কিবল্লি? আহ্লাদ কহিল মাঠাকরোণ তা—তা—তা বল্লুম যে, চালনেই ডালনেই, হুঁকো নেই, কল্‌কে নেই, তামাক নেই, নুন নেই, তেল নেই, হলুদনেই, তা বিয়ে কেমন করে হবে! পোড়াকপালি মেয়ে বলে কিনা আমি তোরে বিয়ে কর্‌বো।"

অসিত। "যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়গে! অত্রি তৎক্ষণাৎ আসিল এবং কহিল "কেন তুমি ডাক্‌ছ আমারে আমি এলাম তোমার ঘরে ফিরেঘুরে, কেন তুমি ডাকছ আমারে!"

অসিত। "ওলোঅত্রি! বিয়ে কর্‌বি?"

অত্রি। হুঁ!

অসিত। "কারে রে!"

অত্রি। "কেন তুমি যারে বিয়ে করছ।"

অসিত। তোমার পোড়া মুখে ছাই।,,

অত্রি। "দিদিমা! আরবারকার কথাটা বল্‌চ না যে?

অসিত। "আহ্লাদ কে বিয়ে করিবি!"

অত্রি। "হুঁ, দিদিমা তুইতবে পুরুত হবি!"

অসিত। "যেমন ছাই নইবিদ্দি, তেমনি পোড়ার মুখো পুরুত আমি!"

অত্রি। "দিদিমা আমার বড় আহ্লাদ হয়েছে, আমি একটা গান গাই!,,

অসিত! "আচ্ছা গা!"

অত্রি। (গান—গাইল!)

"আমার বিয়ের ফুল ফুটেছে, অলিকুল গুন গুন স্বরে ফিরেছে।

অসিত। "আঃ অভাগীর মেয়ে একটা ভাল করিয়া গান গানা।"

তখন অত্রি গাইতে লাগিল।

"ভীষণ সেন কাননে, আমি নাহিজানি মনে,
পিতৃশত্রু করিতে সংহার।
ভ্রমিছে একাকী বনে, দিবারাত্রি জাগরণে,
ইচ্ছা (করিতে) মাতার উদ্ধার।,,

অত্রি গান গাইতেছে এমন সময়ে এক খানি শিবিকা ও কয়েকটী তক্‌মাওয়ালা সমভিব্যাহারে একটী অশ্বারোহী পুরুষ, যে গৃহে অসিতবরণী আছেন, সেই গৃহের দ্বারে উপনীত হইল।

অহ্লাদ। "মা ঠাক্‌রোণ২। অত্রির বিয়ে হোলে বর কনে লয়ে যাবে বলে পালকী ঘোড়া আসিয়াছে।,,

অসিতবরণী শশব্যস্তে নিরীক্ষণ করিয়া অবগুণ্ঠন প্রদান

পূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিসের অশ্রু! কেন, তিনি কি কাহারও মন্দ সংবাদ পাইয়াছেন? না! এ আনন্দাশ্রু চক্ষুদ্বয় হইতে বিগলিত হইতেছে। অসিত বরণী বুঝিলেন আমার গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়াছে! তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা সকল স্মরণ পথারূঢ় হইতে লাগিল। সেই সুখ সম্পত্তি তাঁহার স্মরণ পথারূঢ় হইতে লাগিল! তাঁহার সেই ভীষণ কুমারীর কথা স্মরণ পথারূঢ় হইলতে লাগিল! তাহার আদরের পতি স্মরণ পথারূঢ় হইতে লাগিল! তাহার সেই বসনকুমারী কন্যাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন! তাহার চক্ষের জল বারি ধারার ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। তখন তিনি সন্মুখবর্ত্তী যুবা পুরুসকে দেখিতে পাইলেন না! তাঁহার আনন্দ সাগর উছলিয়া উঠিল। কতই মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। স্বামীকে দেখিয়া কি বলিব! তার পাদপদ্মে মাথা দিয়া পড়িয়া থাকিব! আমার ভীষণকে বুকে করে রাখিব! আমার বসনকে বুকে রাখিব! শতবার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিব! এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যুবা। "বড়বউ ঠাকুরাণী! এখন শিবিকা উপরি আরোহণ করুণ।"

অসিতিবরণী। আমি যদি সতী হই! ঠাকুর দেবতার প্রতি যদি আমার মতিথাকে, তবে আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শত বৎসর আয়ু হইবে, এবং সুখ সচ্ছন্দে সম্রাট তুল্য হইয়া কাল হরণ করিবে! যুবা শাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক বড়বউ ঠাকুরাণীর পদধুলি গ্রহণ করিয়া মস্তকোপরি সংস্থাপন করিলেন। অসিতবরণী শিবিকা মধ্যে আরোহণ করিলেন

অত্রি আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে কহিল দিদিমা! তুই আপনি ঠাকুরদাদাকে বিয়ে করিলি, আমাকে বিয়ে কর্ত্তে দিলিনে! এই বলিয়া অত্রি উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল।

অসিতবরণী শিবিকাতে আরোহণ করিয়া স্বীয় ভবনে উপনীতা হইলেন। চতুর্দ্দিকে গায়কগণ গান করিতেছে! বাদকগণ বাদ্য বাদন করিতেছে! মৃদঙ্গ, দামামা, দগড়া, জয়ঢক্কা বাজিতেছে তূরি, ভেরী, জয়কাহল, বীরকাহাল, প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে! নহবদ রোসনচৌকী শানাই ও বীণাস্বরে দর্শক ও শ্রোতা বর্গের মন আনন্দরসে অভিষিক্ত করিতেছে! চোপদার, জমাদার, রক্ষক, নগরপাল, প্রভৃতি সিংহদ্বারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! রাজপথের পার্শ্বে পূর্ণকুম্ভ, ও কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবরিষণ হইতেছে! প্রাসাদোপরি স্ত্রীলোক দিগের হুলুধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে! কুল কামিনীগণ গবাক্ষ দ্বারাবলম্বিনী হইয়া রাজপথের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন! ও সিংহদ্বারের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন! শিবিকা হইতে অসিতবরণী বহির্গতা হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর সেঘর সেদ্বার সে প্রাসাদ সে পাকশালা সে বিলাসগৃহ সে নৃত্যশালা সেপুস্তকালয় কিছু ই চিনিতে পারিতেছেন না। চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা অনবরত বিগলিত হইতেছে! সকলদ্রব্য অন্ধকারময় দেখিতেছেন! সখীগণ হস্তধারণ করিয়া অন্দরমধ্যে লইয়া গেল। অসিতবরণী পতিকে দেখিবামাত্র তাঁহার চরণযুগলে

পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সখীগণ সকলেই নীরবে ক্রন্দন করিতেছেন! এমন সময়ে এক ভৈরবী বেশ ধারিণী কুমারী ত্রিশূলহস্তে উপনীত হইলেন। তাহা দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। ত্রিশূল ধারিণী কুমারী অসিতবরণী ও বীরকুমারের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মাতার স্নেহের নিকটে কে কতক্ষণ গোপনে থাকতে পারে জননীর হৃদয় তখনি জানিতে পারিল! অসিতবরণী তৎক্ষণাৎ ভৈরবীর হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া শত শতবার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন! কতই কাঁদিলেন তাহার আর সীমা রহিল না। অসিতবরণী ভৈরবীকে কহিলেন "মা আমার! ভীষণ! তুই এতদিন কোথায়ছিলি? কি খেয়ে জীবন ধারণ করিলি? কোথায় শুয়ে থাকৃতিস্? তোর এ দশা কেন? এযে আমি চক্ষে দেখিতে পারি না! তোদের অনুসন্ধানে আমি অম্বালিকাকে পাঠাইয়া ছিলাম, সে এখন কোথা?" এইকথা বলিতে না বলিতে অম্বালিকা দাসী আসিয়া গলেবস্ত্রদিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল! "মা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি একাকিণী অনুসন্ধান করিতে করিতে নবদ্বীপ প্রান্তরমধ্যে, অশ্বারূঢ় বীরভদ্রকে দেখিতে পাইলাম। সেই বিশ্বাস ঘাতককে দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু কোন উপায় নাদেখিয়া তাহার নিকট মনোভাব গোপন পূর্ব্বক সেই দুরন্ত দুর্গম প্রান্তর অতিক্রমনার্থে তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম ক্রমে সে দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিয়া কোথায়

চলিয়া গেল, তাহার আর কোন সন্ধান পাইলাম না। ভয়ে আমার শরীর অবশ হইল; আমি দিসাহারা হইয়া অগত্যা পূর্ব্বাতিক্রমিত পথদ্বারা ফিরিয়া আসিলাম। আমি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে পারিনাই বলিয়া এতদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিনাই! মা আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া দাসী অসিতবরণীর চরণে নিপতিত হইল। অসিতবরণী অম্বালিকাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া বলিলেন অম্বা! "আমি তোমার প্রতি কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই, তুমি অবলা, তোমার সাধ্যকি? তুমি যে আমার সেই সময়ে এতদূর পর্য্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছিলে তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরকালের জন্য বাধ্যথাকিব।" পরে অম্বালিকা অসিতবরণীর ইঙ্গিতমাত্র ভীষণকুমারীকে গৃহান্তরে লইয়াগেল এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ইত্যবসরে অন্য এক শিবিকা "হুঁ, হুঁ" শব্দে আসিয়া দ্বারে উপনীত হইল। অত্রি সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অসিতবরণীকে কহিল "দিদিমা বসন মাশি আসছে, ধেই ধেই ধেই।" এই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

অসিতবরণী বসনকুমারীর হস্তধারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত করিয়া ক্রন্দনকরিতে লাগিলেন। ভীষণকুমারী দ্রুতবেগে আসিয়া ক্রন্দনের সহিত ক্রন্দন মিলিত করিয়া তিনিও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অত্রি কহিল "তোরা রাতদিন কাঁদ্‌বি, আমিতবে আমোদ কর্‌বো কখন তা আয় আমিও তোদের সঙ্গে গানগাই।" এই বলিয়া গান গাইতে লাগিল।

"আজ হোলো অত্রির দুর্জ্জয়মান। গেলপ্রাণ, হোলো আহ্লাদের হতমান। আপনি ঠাকুরাণী গুনমণী, দিয়েসেই আহ্লাদমণী, বাঁচাও এ প্রাণ!"

এই গান শুনিয়া সকলেই ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিল "আঃ তোর পোড়াকপাল, তোর মুখে ছাই" এবং হাস্য করিতে লাগিল।

বীরকুমার বাবু অসিতবরণীকে কহিলেন "যবনেরা তোমাকে স্পর্শ করিয়াছে আমি তোমাকে কোনমতে গ্রহণ করিতে পারিব না।"

ভীষণকুমারী কহিলেন "কি কহিলে পিতঃ! আমার মাতা স্বাধ্বী! জানিবেন যে আমার মাতার চরিত্রে কোন দোষ নাই।"

বীর। "আমি পরীক্ষা বিনা গ্রহণ করিতে পারিব না।"

ভীষণ। "রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহন করিয়াছিলেন, আপনিও তবে মাকে পরীক্ষ' করিয়া গ্রহণ করুন; কিন্তু আমরা গৃহে থাকিব না! এতকষ্ট সহ্য করিয়া যদি মাকে গৃহে আনিলেন, তবে সে সুখে বঞ্চিত করেন কেন? আমরা গৃহত্যাগ করিয়া যাই, আপনার যাহাইচ্ছা তাহা করুন!"

ভীষণকুমারী দেশান্তরী হইলেন, আর বসনকুমারী পিতৃ আলয় ত্যাগ করিযা স্বামী গৃহে গমন করিলেন।

অসিতবরণী বীরকুমারকে কহিলেন "তুমি আমাকে এস্থানে আনিয়া এত অপমান করিবে যদি আগে জানিতে পারিতাম, তাহলে সেই স্থানে তোমার শ্রীচরণারবিন্দ দিব্য-

চক্ষে সন্দর্শন করিয়া এ জন্মের মত বিদায় লইতাম! রামচন্দ্র যেমন সীতাদেবীর পরীক্ষা লইয়াছিলেন, আপনিও তেমনি আমার পরীক্ষা নেন।

বীর। "এখন কোম্পানীর রাজ্য তা আর হবেনা।"

অসিত। "তবে আমার কেশগুচ্ছ অগ্নিতে সমর্পন করিয়া পরীক্ষা করুন।"

বীরকুমার বাবু অগ্নি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞানুক্রমে অম্বালিকা দাসী অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক অসিতবরণীর সম্মুখে স্থাপন করিল। অগ্নিরশিখা ক্রমে গগনস্পর্শ করিতে লাগিল তখন অসিতবরণী কৃতাঞ্জলি পুটে পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে পরাৎপরা অনাদি! হে দয়াময়! হে নির-শ্রয়ের আশ্রয়! হে পিতঃ! হে জগতবন্ধু! আমি কি জগৎছাড়া? হে অনাথের নাথ! আমি সনাথ হয়েও অনাথ হয়েছি! যদি আমার স্বামীতে মন থাকে। যদি আমার মনে স্বামী ভিন্ন অন্য কাহ'রও চিত্ত অঙ্কিত না হইয়া থাকে। যদি আমি সাধ্বীহই! আর তোমার বেদযদি সত্যহয়! তবে সতীরও বাক্যসত্য হইবে হে দুর্ব্বাদলশ্যাম বংশীবদন গোবর্দ্ধনধারী! হে মধুসুধন! তুমি আমায় এই বিষম সঙ্কট হইতে রক্ষাকর! আমিযদি সাধ্বী হই তাহলে যেন আমার কেশ স্পশ করিতে অগ্নিদেব সমর্থ না হন! হে বিভাবসো! হে হব্যবাহন! হে বায়ুসখা! হে কৃশানু! হে পাবক! হে দহন! তুমি আমার সতীত্বের পরীক্ষা দিও! হে চন্দ্র সুর্য্য! যদি তোমরা আবহমানকাল পর্য্যন্ত উদিত ও অস্তমিত হও, তবে আমরা পরীক্ষার পর

আমার সতীত্বের সত্যাসত্য এই জগৎকে পরিচয় দিও।
স্বামীন্! যদি আমার মন তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও
জানে যদি তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন আমার অন্তঃকরণ আর
কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে! যদি আমার এই কেশগুচ্ছ
তোমার ধৌত চরণ মুছাইবার নিমিত্ত না নিরুপিত হইয়া
থাকে। তবে হে সর্ব্বদগ্ধকারী হুতাশন, আমার প্রতি তুমি
তোমার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ক্রুটী করিওনা!"
এই বলিয়া অসিতবরণী কবরী খুলিয়া বেণী আলুলাইত
করতঃ অগ্নি কুণ্ডর উপর ধরিলেন; এমন সময়ে, সুদীর্ঘ
শ্মশ্রূধারী দীর্ঘাকার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত, কৃষ্ণবর্ণ
সুপ্রশস্ত চিত্র রেখাবৎ ভ্রুযুক্ত নিটোল ললাট, জানুল-
ম্বিত বাহুদ্বয়, কোন দেশী তাহা বলিতে পারি না, কেবল
এইমাত্র বলিতে পারি যে দেখিলে উর্ব্বিবাসী বলিয়া কোন
ক্রমেই প্রতীতি হয় না, এই প্রকার চারিজন পুরুষ হঠাৎ
তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল! বীরকুমার বাবু
তাহাদের স্বর্গীয় পুরুষ বিবেচনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত
করিলেন; মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখেন যে তাঁহার স্ত্রী
অসিতবরণী নাই, আর সে যুবা পুরুষগণও নাই, তখন তিনি
হাহাকার শব্দে ধরণীতে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে
লাগিলেন, কোথায় আমার প্রেয়সী! "কোথায় আমার সাধ্বী!
কোথা গেলে!"

শ্রীশচীঃ—

সমাপ্তঃ।